ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR. 6 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২ ....

82

বোর্ড বই রচনা ও নির্বাচনে জবাবদিহিতার অভাব

সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আমার মেয়ে তার 'নিম্ন মাধ্যমিক গণিত' বইয়ের প্রশ্নমালা-১.৩-এর অঙ্ক অনুশীলন করছিল 'গাইড' নামীয় একটি নোট / সমাধান বইয়ের সাহায্য নিয়ে। এ সময় আমাকে উক্ত প্রশ্নমালার ৯নং অঙ্কটি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দিলো। প্রশ্নটি হচ্ছে— 'কোন বিদ্যালয়ে ১৩২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য ও অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর অনুপাত ৯ঃ২। যদি আরো ৪ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়, তবে কৃতকার্য ও অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর অনুপাত কত হবে?' আমার নির্ণীত উত্তর ২৮ঃ৫ হওয়াতে মেয়েটি বললো, 'তোমার উত্তর বই ও নোটের সঙ্গে মিলে না'; বইয়ের উত্তর ১৪ঃ৩। নোটেও অন্ধভাবে এ ভুল উত্তরটি মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নানুসারে ১৩২ এর — অর্থাৎ ১০৮ জন কৃতকার্য এবং বাকি ২৪ জন অকৃতকার্য। এখন আরো ৪ জন কৃতকার্য হলে মোট কৃতকার্য পরীক্ষার্থী হবে ১০৮ + ৪ = ১১২ জন এবং সেই ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হবে ২৪-৪ = ২০ জন, কারণ বিদ্যালয়ের মোট পরীক্ষার্থী ১৩২ জন নির্দিষ্ট। সুতরাং নির্ণেয় অনুপাত হবে ১১২ঃ২০ অর্থাৎ ২৮ঃ৫ কিন্তু বইটির লেখকগণ এবং তথাকথিত নোট লেখকগণ ১১২ঃ২৪ ১৪ঃ৩ নিয়ে মৌলিক ভুলটি ঘটালেন। এ বইয়ের সম্পাদ্য-৯-এর বর্ণনামতেও অনেক ভুল রয়েছে। বইটির আর কোথায় কোথায় কি কি ভুল আছে এবং হাজার হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থী তথাকথিত নোট বই ও বোর্ড পাঠ্য বইয়ের আর কি কি ভুলের অভিশাপে অভিশপ্ত হচ্ছে তা কে জানে?

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই প্রকাশ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ থাকায় 'গাইড' নামের ছদ্মাবরণে নিষিদ্ধ নোট আইনসিদ্ধ আকারে বাজারে প্রচলিত। গাইডে লেখা আছে—'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত গাইড বই নীতিমালা অনুসরণে লিখিত ও প্রকাশিত।' এ সমস্ত গাইড/নোটের সত্যিকার লেখক ও প্রকাশককে কখনো জবাবদিহি করতে হয় না তাদের বেআইনি কাজকারবারের জন্য। এ সমস্ত ভুল ও বেআইনি গাইড/নোট শতকরা ৯৯ ভাগ শিক্ষার্থী অনুসরণ করতে বাধ্য হয়, কেননা তাদের অভিভাবকগণ প্রতিটি বিষয়ে দক্ষ গৃহশিক্ষক রাখার মতো আর্থিকভাবে সচ্ছল নন এবং অন্যদিকে বিদ্যালয়সমূহে আজকাল লেখাপড়া নেই বললেই চলে।

নতুন কারিকুলামে রচিত মাধ্যমিক বোর্ড বইগুলোতে বিশেষত গণিতের কোনো কোনো বইয়ে অত্যন্ত ফাঁকি ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যেকোনোভাবে ২/৪টা অঙ্ক সমাধান করে উদাহরণ হিসেবে দিয়ে (অনুশীলনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছাড়াও) অতি অল্পসংখ্যক অঙ্ক (মাত্র ৩/৪টা-৮/১০টা দিয়ে অনুশীলনী শেষ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'মাধ্যমিক বীজগণিত' বইটি উল্লেখ করা যায়।

প্রশ্ন জাগে, তা হলে কি এরচেয়ে আর উন্নতমানের কোনো বই নির্বাচনের জন্য বোর্ডে জমা পড়েনি। বই নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে কি? নির্বাচন কমিটির কাজে কোনো অনিয়ম হয়েছে কি? পাঠ্য পুস্তকের ক্ষেত্রে এমন বিপর্যয় আর কোনো দেশে এরূপ আছে কি?

জনৈক শিক্ষক
কুমিল্লা।